65

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 02 SEP 1994 ...
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৩

স্বাধীনতার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫১ ছাত্র নিহত হয়েছে॥ সারা দেশে সাড়ে তিন বছরে শতাধিক

আমান-উদ-দৌলা

কামরুল ইসলাম বুলবুলের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাধীনতার পর সংঘর্ষ রেষারেষির শিকার হয়ে প্রাণে ঝরে পড়া ছাত্রের মোট সংখ্যা দাঁড়ালো ৫১। সেই সঙ্গে গত সাড়ে তিন বছরে সারা বাংলাদেশে সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিবদমান সংগঠনের সশস্ত্র আক্রমণ-পাল্টা আক্রমণে মোট ছাত্র মৃত্যু শতাধিক। একই সময়ে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে সহস্র দফা, মোট আহত হয়েছে ৭ হাজারের ওপরে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করতে হয়েছে পৌনে দু'শ' টি।

বিভিন্ন জরিপে প্রকাশিত পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায়, গত সাড়ে তিন বছরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট নিহতের সংখ্যা দাঁড়ালো ১৮ তে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ৭ জন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ১ জন, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ১ জন। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে গুপ্ত হত্যা ২ জন (মতান্তরে বহিরাগত)। মেডিক্যাল কলেজসমূহে ৬ জন। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ১ জন। রাজধানীর অন্যান্য শিক্ষাঙ্গনে ২০ জন। ঢাকার বাইরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অর্ধশত ছাত্র নির্মম

(শেষ পৃষ্ঠা ৪ কঃ দেখুন)

স্বাধীনতার পর

(প্রথম পাতার পর)

খুনের শিকার হয়েছে।

স্বাধীনতার পর গত ২৩ বছরে সারা দেশের শিক্ষাঙ্গনের পূর্ণ পরিসংখ্যান তৈরি করা সম্ভব হয়নি। তবে অসংগঠিত পরিসংখ্যানেও যে হিসাব মেলে তাতে দেখা যায় সহস্রাধিক তরুণ ছাত্র অকালে মর্মান্তিকভাবে প্রাণ হারিয়েছে। দেশের সব ক'টি বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিক্যাল কলেজ মিলিয়ে মোট নিহত ছাত্রের সংখ্যা শতাধিক।

২৩ বছরে ক্যাম্পাসে সর্বাধিক মৃত্যুর বছরটি ছিল '৯৩ সাল। নিহতের সংখ্যা ছিল ৪০ জন। '৯২ তে ২৫ জন। '৯১ সালে ২৪ জন। '৮৯ সালে ২০ জন। '৮৭ এবং '৮৮ সালে নিহত হয়েছে ১১ জন করে।

স্বাধীনতার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে প্রথম চাঞ্চল্যকর হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে '৭৪ সালের ৪ এপ্রিল। গভীর রাতে মুহসীন হলে একসঙ্গে ৭ জন যুবককে হত্যা করা হয়। ঘটনাটির বিচার বিভাগীয় তদন্তের পর আদালতে বিচারের রায়ে শফিউল আলম প্রধানসহ বেশ কয়েকজন ছাত্রনেতার যাবজ্জীবন সাজা হয়। পরবর্তী সরকারের আমলে তারা ছাড়া পায়।

'৭৪-এর সেপ্টেম্বরে ৪ জন, '৭৭ এ দু'জন '৭৮ সালে ১ জন। '৮৫ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি এরশাদ সমর্থক নতুন বাংলা ছাত্র সমাজের গুলিতে নিহত হন জাতীয় ছাত্রলীগ নেতা রাওফুন বসনিয়া। '৮৬ সালের ৩১ মার্চ ছাত্র ইউনিয়ন কর্মী আসলাম নিহত হন। '৮৭ সালের ৯ মার্চ ছাত্রদল নেতা বাবলুসহ ৩ জন বোমা বিস্ফোরণে মারা যান। একই বছর জুলাইতে কোন্দলে ও সংঘর্ষে নিহত হয়েছে হালিম ও মুন্না। ক্রস ফায়ারে রিক্সাওয়ালা রহিমও মারা যায়। '৮৮ তে ডিসেম্বরে খুন হয় পাগলা শহীদ। '৮৯ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি জাসদ ছাত্রলীগের কফিলউদ্দিন কনক গুলিতে নিহত হয়।

এছাড়া '৮৯ তে আরিফ, '৯০ তে চুন্নু, নিমাই (চা দোকানের বয়) ডাঃ মিলন, '৯১ তে লিটন, মাহবুব, গালিব, লিটন ও মিজান; একজন টোকাই। '৯২ তে মনিরুজ্জামান বাদল (ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক), ছাত্র ইউনিয়নের রাজ, লাকু (ছাত্রলীগ মি-ল), মামুন ও মাহমুদ (ছাত্রদল)। '৯৩ তে পাভেল ও জিন্নাহ (ছাত্রদল), অলক (ছাত্রলীগ মন্টু গ্রুপ)। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে বহিরাগত কয়েকজন যুবক গুপ্ত হত্যার শিকার হয়। সবশেষে '৯৪ তে বৃহস্পতিবার মারা গেল কামরুল ইসলাম বুলবুল।

গত সাড়ে তিন বছরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সবগুলো হত্যাকাণ্ডেরই তদন্ত কমিটি হয়েছে। তার মধ্যে অধিকাংশেরই মামলা হয়েছে। তদন্ত কাজ কোনটির শুরু হয়েছে কোনটির শুরুই হয়নি। কিন্তু তদন্ত রিপোর্ট কোনটিই প্রকাশিত হয়নি। কোন হত্যাকাণ্ডই বিচারের দরবারে পৌঁছতে পারেনি। গত ১০ বছরে প্রায় তিন শতাধিক তদন্ত কমিটির অধিকাংশের অপমৃত্যু ঘটেছে।